

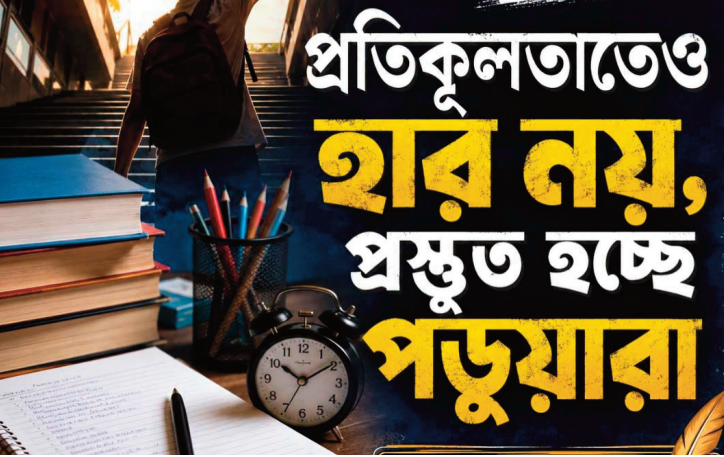
এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২৩, সাপ্তাহিক ০৬ সেপ্টেম্বর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 06 Sept 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 23, Rs. 2

প্রতিকূলতাতেও হার নয়, প্রস্তুত হচ্ছে পড়ুয়ারা



নিজস্ব প্রতিবেদন : জীবনে কখন কোন পরিস্থিতি আসবে, তা কেউ জানে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক কিংবা জীবনের অন্য কোনো কঠিন সময়; প্রতিকূলতার মধ্যেও যাতে পড়ুয়ারা ভেঙে না পড়ে, সেভাবেই তৈরি করা হচ্ছে তাদের।

পড়াশোনার পাশাপাশি কাউন্সেলিং, আত্মবিশ্বাস, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে এগিয়ে চলেছে ফুলবাড়ির দার্জিলিং পাবলিক স্কুল।

শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ির

দার্জিলিং পাবলিক স্কুল বর্তমানে এমনই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি তৈরি করছে, যেখানে শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি নয়, জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্যও পড়ুয়াদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে জীবনের যেকোনও কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে ধৈর্য না হারিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়, সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিংয়ের উপর গুরুত্ব

দেওয়া হয়। লক্ষ্য একটাই: পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, পড়ুয়ারা যেন হেরে না যায়।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরাকে গুরুত্ব দিয়ে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেও পড়ুয়াদের পরিচয় করানো হচ্ছে। বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠানও স্কুলে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়।

ডিরেক্টর বিজয় কুমার শা-এর তত্ত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মীরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করছেন বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

অধ্যক্ষা শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস জানান, ভারতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গেও পড়ুয়াদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্কুলে এআই ও রোবোটিকস নিয়েও পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে, যাতে আগামী দিনের প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে পড়ুয়ারা পিছিয়ে না পড়ে।

মূল্যবোধ, মানসিক দৃঢ়তা ও আধুনিক শিক্ষার এই সমন্বয়ই অভিভাবকদের কাছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে।

২১ দিনের শিশুকে মানুষ করে গড়ে তুললেন বাবা



নিজস্ব প্রতিবেদন : মায়ের মৃত্যুর সময় বয়স মাত্র ২১ দিন। কোলেপিঠে করে সেই শিশুকে বড় করে তুললেন বাবা এবং দাদুদিদিমা ঠাকুরদাঠাকুরমা সহ অন্যান্য। আজ সেই ঋকপ্রতীকই পদার্থবিদ্যার গবেষক, আইআইটি কানপুরে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণায় যুক্ত। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের আগে শুনুন শিলিগুড়ির আদর্শ শিক্ষক বিপ্লব সেনগুপ্তের জীবনসংগ্রাম ও সন্তানকে গড়ে তোলার গল্প। মাত্র ২১ দিন বয়সেই মাকে হারিয়েছিলেন ঋকপ্রতীক সেনগুপ্ত। মা পূবালী সেনগুপ্তের চলে যাওয়ার পর জীবনের কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তাঁর বাবা, শিলিগুড়ির আদর্শ শিক্ষক বিপ্লব সেনগুপ্ত।

ছোট্ট শিশুকে কোলেপিঠে করে বড় করে তোলার পাশাপাশি তাঁর পড়াশোনা, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লড়াই চালিয়ে যান তিনি। এই দীর্ঘ পথচলায় পাশে ছিলেন দাদু-দিদিমা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা এবং পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। সেই ঋকপ্রতীক আজ আর সেই অসহায় শিশু নন। পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি ও পিএইচ.ডি সম্পন্ন করে বর্তমানে আইআইটি কানপুরে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে উচ্চতর গবেষণায় যুক্ত তিনি।

একজন বাবার কাছে সন্তানের সাফল্য যেমন গর্বের, তেমনই এই গল্পের মধ্যে রয়েছে এক অসাধারণ দায়িত্ববোধ, ত্যাগ এবং ভালোবাসার ইতিহাস। শিক্ষক হিসেবে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর জীবন গড়ে তোলার পাশাপাশি নিজের সন্তানকেও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্বপ্নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন বিপ্লব সেনগুপ্ত।

শিক্ষক দিবসের মুহুর্তে তাই শুধু একজন শিক্ষকের কথা নয়; শুনুন একজন বাবার লড়াই, ভালোবাসা ও সাফল্যের গল্প---খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ ও ইউ টিউবে।

আত্মরক্ষায় কুডো, সাফল্যের নতুন দিশা



নিজস্ব প্রতিবেদন : নিজেকে সুস্থ ও ফিট রাখার পাশাপাশি আত্মরক্ষার কৌশল শেখা; মেয়েদের জন্য আজ আরও জরুরি। আর কুডোতে সাফল্য এনে দিচ্ছে খেলাধুলার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সরকারি চাকরিরও সুযোগ। তাই মেয়েদের কুডোর প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন বহু অভিভাবক।

সোমবার, ৩১ আগস্ট শিলিগুড়ির সেবক রোডের মারওয়াড়ি পঞ্চায়েত প্যালেসে অনুষ্ঠিত হল সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কুডো টুর্নামেন্ট। কুডো মিক্সড মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদ্যোগে আয়োজিত এই

প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়।

শুধু প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় নয়, কুডোর মাধ্যমে শরীরচর্চা, মানসিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মরক্ষার দক্ষতা তৈরি হচ্ছে বলেই এই খেলাটির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে কুডোর প্রতি আগ্রহ বাড়ায় অভিভাবকরাও তাঁদের এই খেলায় এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

কুডো মিক্সড মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজ্য সভাপতি সিহান সহদেব বর্মণ জানান, বাংলায় কুডোর প্রতি আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই সোনা ও রূপোর পদক জিতছে। অনেকেই আবার জাতীয় সাফল্যের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পৌঁছে যাচ্ছে।

কুডো তাই এখন শুধুমাত্র একটি খেলা নয়; শরীরচর্চা, আত্মরক্ষা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। বাংলার ছেলেমেয়েদের এই সাফল্য শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্যও নিঃসন্দেহে আনন্দের খবর



KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

উষা পৃথিবীর সতর্কবার্তা

পৃথিবীর সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বিপদগুলির একটি বিশ্ব উষায়ন। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে দ্রুত গলছে হিমবাহ, বদলে যাচ্ছে পাহাড়ের স্বাভাবিক ভারসাম্য। পাহাড়ি হ্রদে জমে থাকা জল হঠাৎ বাঁধ ভেঙে নেমে এলে তার সঙ্গে মাটি, পাথর ও বরফ সমতলে নেমে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

নেপালের সাম্প্রতিক হড়পা বান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেই আশঙ্কাই দেখিয়ে দিয়েছে। পাহাড় আজ আর আগের মতো নিরাপদ নয়; জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিঘাতে একের পর এক নতুন ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

এখনও সময় আছে। প্রকৃতির সংকেতকে অবহেলা না করে পাহাড়, নদী, বন ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। বিশ্ব উষায়ন রুখতে সরকার থেকে সাধারণ মানুষ; সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আজ সতর্ক না হলে আগামী দিনের বিপর্যয় আরও ভয়াবহ হতে পারে। প্রকৃতি বারবার সতর্ক করছে; এবার আমাদের শোনার পালা।



ব্যথা হলেই ট্যাবলেট? গ্যাস হলেই ওষুধ? বিপদ কিস্তি লুকিয়ে থাকতে পারে!



নিজস্ব প্রতিবেদন : মাথাব্যথা হোক বা শরীরের অন্য কোনও ব্যথা; অথবা গ্যাস, অম্বল হলেই কি নিজের মতো করে ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন? রোগের কারণ না জেনে বারবার ব্যথা ও গ্যাসের ট্যাবলেট খাওয়ার অভ্যাস শরীরে ডেকে আনতে পারে গুরুতর সমস্যা।

জানেন কি, আপনার প্রতিদিনের এই অভ্যাস ভবিষ্যতে কী বিপদ তৈরি করতে পারে? আজকাল সামান্য ব্যথা বা গ্যাস-অম্বল হলেই অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে সরাসরি ওষুধের দোকান থেকে ট্যাবলেট কিনে খেয়ে নেন। সমস্যা সাময়িকভাবে কমে গেলেই মনে হয় রোগ সেরে গিয়েছে। কিন্তু উপসর্গ কমানো আর রোগের কারণ দূর করা এক বিষয় নয়।

বারবার ব্যথা বা গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার ফলে কী ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে? কোন পরিস্থিতিতে এই ধরনের ওষুধ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে? আর কখন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন?

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল।

ব্যথা ও গ্যাসের ট্যাবলেট ‘মুড়িমুড়িকির মতো’ খাওয়ার আগে অবশ্যই দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবের পুরো ভিডিওটি।

নিজে জানুন, পরিবারের মানুষকেও জানান।

দেখতে থাকুন; খবরের ঘন্টা।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

সাপে কামড়ালে ওঝা নয়, দ্রুত হাসপাতালে



নিজস্ব প্রতিবেদন : গরম ও বর্ষার সংগঠন।
সময়ে বাড়ে সাপের উপদ্রব, বাড়ে সাপে সচেতনতার মূল বার্তা; ওঝা-গুনি
কাটার ঘটনাও। নয়, সাপে কামড়ালে দ্রুত হাসপাতালে
সাপে কামড়ানোর পর সময় নষ্ট না নিয়ে যান।
করে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর বার্তা ‘সাপ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও রাজ্য
দিতে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন সমন্বয় সমিতি’ এবং আলিপুরদুয়ার
এলাকায় সচেতনতা শিবির করল দুই বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা-র উদ্যোগে

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় সর্প সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম থেকে শহর; সর্বত্রই সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে সাপে কামড়ানো রোগী ভর্তি হচ্ছেন বলেও সচেতনতা শিবিরে জানানো হয়।
উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলা হয়, গরম ও বর্ষার সময়ে সাপের কামড়ের প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই সাপে কামড়ালে কোনওভাবেই ওঝা বা গুনিদের কাছে না গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

বিশেষ করে সাপে কামড়ানোর পরের প্রথম ১০০ মিনিটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে সময় নষ্ট না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য অপেক্ষা না করে প্রয়োজন হলে মোটরবাইকে করেও রোগীকে দ্রুত

হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

এলাকায় বেশি দেখা যাওয়া বিষধর সাপ গোখরো ও কালাচ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়। একইসঙ্গে বাড়িতে সাপ ঢুকলে সেটিকে না মেরে বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শাঁখামুটি/শিথিনী সাপকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে উদ্যোক্তারা জানান, এই সাপসহ কোনও সাপকে অযথা মারা উচিত নয়।

এদিনের সচেতনতা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দুই সংগঠনের সম্পাদক কৌশিক দে ও জয়ন্ত সরকার, এছাড়াও সন্ত দে, রাজা মাহাতো-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

বার্তা একটাই; সাপে কামড়ালে ভয় নয়, সময় নষ্ট নয়; দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছনোই জীবন বাঁচানোর সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ।

রোড রোলারে গুঁড়িয়ে ২ লক্ষ নেশার বোতল ধ্বংস



নিজস্ব প্রতিবেদন : রোড রোলার চালিয়ে একের পর এক ভেঙে ফেলা হল প্রায় ২ লক্ষ নিষিদ্ধ কফ সিরাপের বোতল। নেশামুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে এসে এই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে বেআইনি নেশাদ্রব্য ধ্বংসের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখাই তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নেশামুক্ত ভারত গড়ার উদ্দেশ্যেই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

জেলা সফরে এসে বালুরঘাটে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মধ্যাহ্নভোজন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বালুছায়া সভাঘরে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিয়ে জেলার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই দক্ষিণ দিনাজপুরে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকেও বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বালুরঘাট থেকে বিমান পরিষেবা শুরু হলে কলকাতা থেকে আর ঘুরপথে নয়, সরাসরি বিমানেই বালুরঘাটে আসা সম্ভব হবে। জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হলে দক্ষিণ দিনাজপুরের উন্নয়নের গতি বাড়বে বলেও তিনি জানান।

হোটেলের রান্নাঘরে কড়া নজরদারি, শিলিগুড়িতে যৌথ অভিযান



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবারের গুণমান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এবার কড়া নজরদারি। মঙ্গলবার শহরের একাধিক নামী হোটেল ও রেস্তোরাঁয় হানা দিল ফুড সফটি, পুরনিগম ও এনফোর্সমেন্ট দফতরের যৌথ দল। তবে অভিযানে বড় কোনও অনিয়ম বা মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার মেলেনি বলে জানা গিয়েছে।

খাবার তৈরির জায়গার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের মান এবং খাদ্য সুরক্ষা বিধি মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। ফুড সফটি ডিপার্টমেন্ট, শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চলে।

প্রথমে শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে সালাুগাড়া, দার্জিলিং মোড়-সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক হোটেল ও রেস্তোরাঁয় পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। অভিযানে রান্নাঘরের পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা, খাবারের

গুণমান, পুরনো বা মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী মজুত রয়েছে কি না; এসব বিষয় পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ফুড লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রও খতিয়ে দেখা হয়।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্রে সামান্য ত্রুটি নজরে এলেও বড় ধরনের কোনও অনিয়ম বা মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার পাওয়া যায়নি। ত্রুটিগুলি দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভিযান শেষে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এসপি ফারুক মোহাম্মদ চৌধুরী জানান, খাদ্য সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ক্রমশ বাড়ছে। ব্যবসায়ীদেরও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবসা করার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না। আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁয় এ ধরনের নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দুধাজোত থেকে স্বনির্ভরতার পথ, নার্সিংয়ে নতুন স্বপ্ন



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ি মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা দুধাজোত। সেখান থেকেই নার্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে চা-বাগানের বহু পিছিয়ে পড়া মেয়ে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন।

শিলিগুড়ি থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতাল, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও নার্স হিসেবে কাজ করছেন তাঁদের অনেকে।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী মেয়েদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার এই উদ্যোগই দুধাজোতকে দিয়েছে এক অন্য পরিচয়।

শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার প্রত্যন্ত এলাকা দুধাজোতে শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে একাধিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে তরাই বি.এড. কলেজ, তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট, তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং তরাই স্পোর্টস একাডেমি।

তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে। চা-বাগান এলাকার বহু মেয়ে এখান থেকে নার্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত। তাঁদের মধ্যে অনেকে সরকারি হাসপাতালেও নার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শুধু প্রশিক্ষণ নয়, মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল মেয়েদের বিনামূল্যে নার্সিং শিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে স্বনির্ভর করে তোলার এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পুষ্পজিৎ সরকার জানান, আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যাতে মেধাবী মেয়েদের ভবিষ্যৎ থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই নার্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলার প্রয়াস চলছে।

তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে কে কোথায় কর্মরত; জানতে নজর রাখুন ‘খবরের ঘন্টা’র এই ভিডিওতে।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

৪৭ থেকে ৬৩; বদলাচ্ছে শিলিগুড়ির ওয়ার্ড মানচিত্র



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ি পুরনিগমে আর ৪৭ নয়, ৬৩টি ওয়ার্ড হতে চলেছে। পুরভোটার আগে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে বদলে যেতে চলেছে শহরের বহু এলাকার ওয়ার্ড নম্বর ও সীমানা।

নতুন ওয়ার্ড বিন্যাস ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৭ থেকে ৬৩ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ৩১ আগস্টের সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ আগস্টের চিঠিতেও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দ্রুত নগরায়ণ, ওয়ার্ডগুলির জনসংখ্যার অসমতা এবং কোনও কোনও ওয়ার্ডের অতিরিক্ত বড় আয়তনকে পুনর্বিন্যাসের অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, দার্জিলিং জেলার ১, ৪, ৫, ২৪ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং জলপাইগুড়ি জেলার ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড ভাগ করে একাধিক নতুন ওয়ার্ড তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। নথিতে ২০১১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে নতুন ওয়ার্ডগুলির গড় জনসংখ্যা এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার হিসাবও দেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জনঘনত্ব, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি রাজ্য নির্বাচন কমিশন, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, ডিরেক্টর অফ লোকাল বডিজ এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

এর ফলে এবার নতুন ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ, নম্বর বিন্যাস এবং পরবর্তী নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশাসনিক কাজ আরও এগোবে। একই সঙ্গে পুরনির্বাচনের আগে নতুন ওয়ার্ড বিন্যাসকে ঘিরে রাজনৈতিক ও নাগরিক মহলেও আগ্রহ বাড়ছে।